দৈনিক ইত্তেফাক

156

তারিখ ...... DEC 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ২ ...... কলাম ৭ ......

# চট্টগ্রামে গাড়ী ও দোকান ভাংচুর ॥ ৭০ জন শিবিরকর্মী গ্রেফতার

**চট্টগ্রাম অফিস** ॥ গত রবিবার চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের সহিত সংঘর্ষে ২ জন শিবির কর্মীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জামায়াত-শিবির গতকাল মঙ্গলবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। শিবির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রথমে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনকালে ৭০ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার ও তাহাদের উপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন শিবির কর্মী হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেফতারের দাবীতে আজও হরতাল কর্মসূচী বর্ধিত করা হইয়াছে। পরে গভীর রাতে অপর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন পরীক্ষা ও গার্মেন্টিসের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া আজকের হরতাল প্রত্যাহার করা হয়। বলা হয়, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির আশ্বাস পাওয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

## চট্টগ্রামে গাড়ী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গিয়াছে। তবে পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল উচ্ছৃংখল আচরণের দায়ে ৪২ জন পিকেটারকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। গতকাল একবার আজও হরতাল আহবান এবং পরে ইহা প্রত্যাহারের মধ্যবর্তী কয়েকঘন্টা চট্টগ্রামবাসী দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটায়। হরতাল প্রত্যাহৃত হওয়ায় তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। গতকাল হরতালের সমর্থনে ফজরের নামাজের পর হইতে শিবির কর্মীরা নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে পিকেটিং শুরু করে। এ সময় তাহারা কয়েকটি রিক্সা ও দোকান ভাংচুর করে। নগরীর আন্দরকিল্লা, চকবাজার, মুরাদপুর ও ধনিয়ালাপাড়া এলাকায় শিবির কর্মীরা রিক্সাও চলিতে দেয় নাই। এ সকল এলাকায় পুলিশের সহিত শিবির কর্মীদের প্রায় সারাদিন কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। শিবির কর্মীরা ব্যাপক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। হরতাল সমর্থকরা শিশু হাসপাতালের একটি কারসহ কয়েকটি গাড়ী ভাংচুর করে। গতকাল হরতাল চলাকালে শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ছিল। সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল কম। বিমান ও রেল চলাচল ছিল স্বাভাবিক। বিমানের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রুটের ২৭০ জন যাত্রীকে পুলিশ এসকর্টে গন্তব্যে পৌঁছানো হয়।বন্দরের ভিতরে কাজ-কর্ম স্বাভাবিক ছিল। বিকালে ছাত্র শিবিরের উদ্যোগে প্রধান সমাবেশ আন্দরকিল্লা এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। নগর শিবির সভাপতি এ,টি,এম মিজবাহুল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে শিবিরের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, খুন, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের যে পথ আওয়ামী লীগ বাছিয়া নিয়াছে তাহাতে সরকারের গদি তছনছ হইয়া যাইবে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শাহজাহান চৌধুরী, মাওলানা শামসুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, আলমগীর মুহাম্মদ ইউসুফ ও মুজিবুর রহমান মঞ্জু।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং শিবির কর্মী রহিম ও মাহমুদুল হাসান হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ছাত্রদল গতকাল বিকালে নগরীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল বাহির করে। কাজীর দেউড়ী মোড়ে নগর ছাত্রদল সভাপতি নাজিমুর রহমান সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

এদিকে ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ১ নং সড়ক মোড়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিবির কর্মীর হত্যাকান্ডের সহিত তাহাদের জড়িত করায় প্রতিবাদ-জানান হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জিল্লুর রহমান জুয়েল, আলী মর্তুজা, শফিকুল ইসলাম, বেল্লাল নূরী প্রমুখ।